দীনেশ দে প্রযোজিত

সোনা বৌদি

দীনেশ চিত্রম্-এর দ্বিতীয় নিবেদন

সোনা বৌদি

প্রযোজনা : দীনেশ দে চিত্রনাট্য-পরিচালনা : পীযূষ কান্তি গাঙ্গুলী সংগীত : অজয় দাস

কাহিনী : সুখেন দাস, চিত্রগ্রহণ : মনীশ দাসগুপ্ত
প্রধান সহকারী : কালী বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশনা : সন্‌জিত সেন, তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদক : রমেশ যোশী
সম্পাদনা : কালী প্রসাদ রায়, রূপসজ্জা : দূর্গা চট্টোপাধ্যায়
নৃত্য-পরিচালনা : প্রভাত ঘোষ, ক্যাবারে নৃত্য-পরিকল্পনা : বাবুলাল
ক্যাবারে নৃত্যে : সংযুক্তা সেন (অতিথি, রসায়নাগারাধ্যক্ষ :
ধীরেন দাসগুপ্ত
শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায়, জে, ডি, ইরাণী, অবনী চট্টোপাধ্যায়
সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনঃ সংযোজনা: সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
গীতিকার : আনন্দ মজুমদার, অজয় দাস
প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র, স্থির-চিত্র : ষ্টুডিও বলাকা
পট-শিল্পী : কবি দাশগুপ্ত, পরিচয় লিখন : নিতাই বসু
সাজসজ্জা : বরেন দত্ত কর্মসচিব : দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক : পরেশ নাথ ভট্টাচার্য্য, হিসাব রক্ষক: পথিক কুমার ভট্টাচার্য্য

নেপথ্য কণ্ঠে : শ্যামল মিত্র ॥ আরতি মুখোপাধ্যায় ॥ মৃনাল চক্রবর্তী ॥ বনশ্রী সেনগুপ্ত ॥ চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় ॥ তাপস চট্টোপাধ্যায় ॥ ও
শ্রাবন্তী মজুমদার

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ এস, এন তেওয়ারী ॥ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় চিত্রগ্রহণ : পৃথ্বীরাজ সুবেদার ॥ শঙ্কর গুহ
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় : পাঁচু বাবু ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনায় : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য ॥ রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস, ॥ বিল্লু রানা
ব্যবস্থাপনায় : শঙ্কর দাস ॥ শান্তি দাস ॥ নিমাই বসাক ॥ পুলিন সামন্ত ॥ শব্দগ্রহণে : সিদ্ধিনাথ নাগ ॥ রথীন ঘোষ
রসায়নাগারে : জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কমল দাস ॥ বাদল দাস ॥ কালীপদ বসু।

আলোক নিয়ন্ত্রনে : শম্ভু ব্যানার্জী ॥ হেমন্ত দাস ॥ মনোরঞ্জন দত্ত ॥ দেবেন দাস ॥ সুখরঞ্জন ॥ মংরু ॥ নিতাই শীল ॥ হরিপদ হাইত
শৈলেন দত্ত ॥ জগুসিং ॥ রাম নায়েক

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিঃ এবং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অন্তদৃশ্য গৃহীত ॥ বহিঃদৃশ্যে : ভয়েস অফ্ ইণ্ডিয়া
॥ পি, আর, প্রোডাকসন্স প্রা : লি : পরিচালিত ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীমতি মিনতি চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্রী জীতেন চট্টোপাধায় ॥ শ্রী সমর সরকার (ঘাটশিলা) শ্রী মন্‌তা বোস (ঘাটশিলা)
মিঃ বোস (ঘাটশিলা) শ্রী মনীষ সরকার ॥ মিঃ ভি, আর, দেশাই ॥ কলিকাতা পুলিশ বিভাগ ॥ গুইন ষ্টোর্স ॥ গহণা ঘর
কালীবাট ব্যায়াম সমিতি ও পরিমল আইচ।

কাহিনী ঃ

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ভুবন চৌধুরীর সংসারে আনন্দ আর খুসী।

চৌধুরী পরিবারের এই খুশীর মূলে রমা। এ বাড়ির ঐতিহ্য আর আভিজাত্যের সংগে নিজেকে প্রথম থেকেই মানিয়ে নিতে পেরেছিল। ভুবনবাবুর বড় ছেলে রমেশের স্ত্রী এই রমা। এ পরিবারে যেন মূর্তিময়ী লক্ষ্মী। বাড়ির ছোট ছেলে বিকাশ পেল স্নেহের আশ্রয়, ভুবন চৌধুরী পেলেন গৃহলক্ষ্মী ; তিনি আদর করে ডাকেন সোনা বৌমা।

বিনোদ আর অরুণা ভুবনবাবুর কাছেই মানুষ। বড় ভাইয়ের এই সন্তানদের মানুষ করতে বিন্দুমাত্র কার্পন্য করেননি ভুবনবাবু। তাঁর ব্যবসার অংশীদার যেমন রমেশ তেমনি বিনোদও তাঁর ব্যবসা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

বিকাশ স্কুল পেরিয়ে কলেজে উঠেছে। রমা মা হয়েছে। ভুবনবাবুর পরিবারে রমার কোলজুড়ে আসা তুতুন যেন এই সংসারের একমাত্র আনন্দের প্রদীপ শিখা। নাতিকে নিয়ে ভুবনবাবুর যেন নতুন খুশীতে ভেসে যাওয়ার এক শুভ লগ্ন। সে খুশীর অংশীদার এ বাড়ির সবাই, এমনকি স্নেহাংশুবাবুও।

ডাঃ স্নেহাংশু মজুমদার এ বাড়ির সংগে ঘনিষ্টভাবে জড়িত, যেন চৌধুরী পরিবারের আত্মার আত্মীয়। স্নেহাশুবাবুর কোথায় যেন একটা ব্যাথা। বিবাহিত জীবনে খুশী নন তিনি। বিনোদের ব্যাপারেও ভুবনবাবুর একটা চাপা দুঃখ।

বিনোদ ভুবনচৌধুরীর পরিবারের আভিজাত্যকে ক্ষুন্ন করেছে বিয়ে করে। বিয়ে করেছে আধুনিকা এক মেয়েকে, যে চৌধুরী পরিবারে সম্পূর্ণ বেমানান।

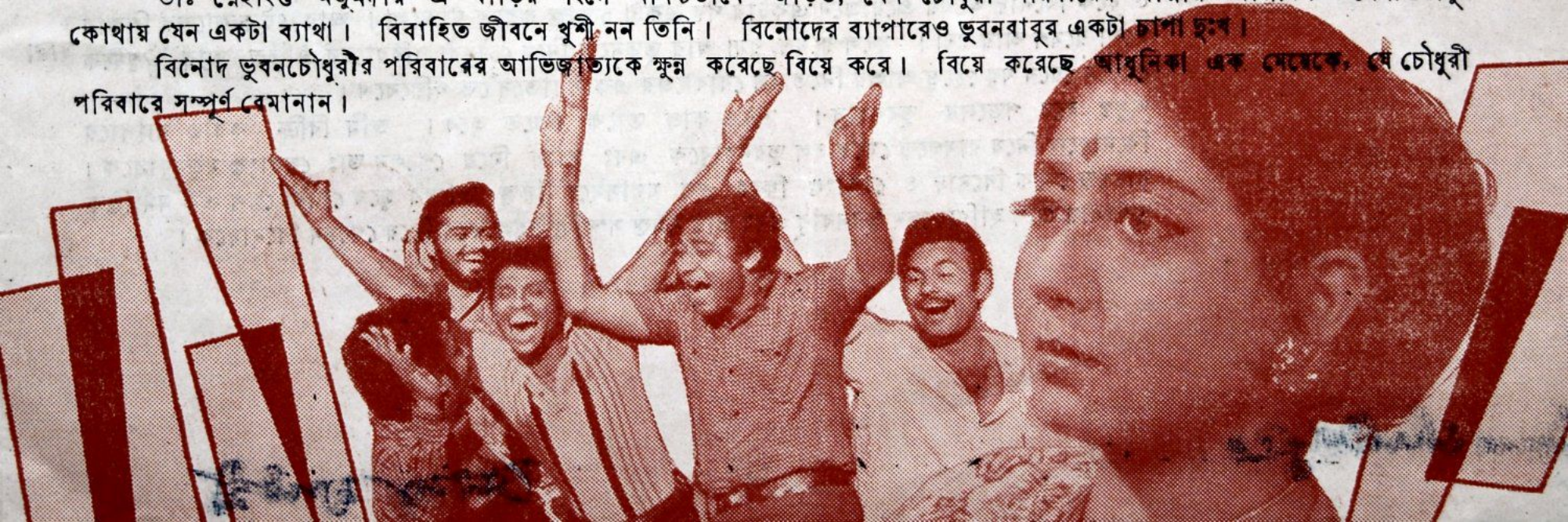

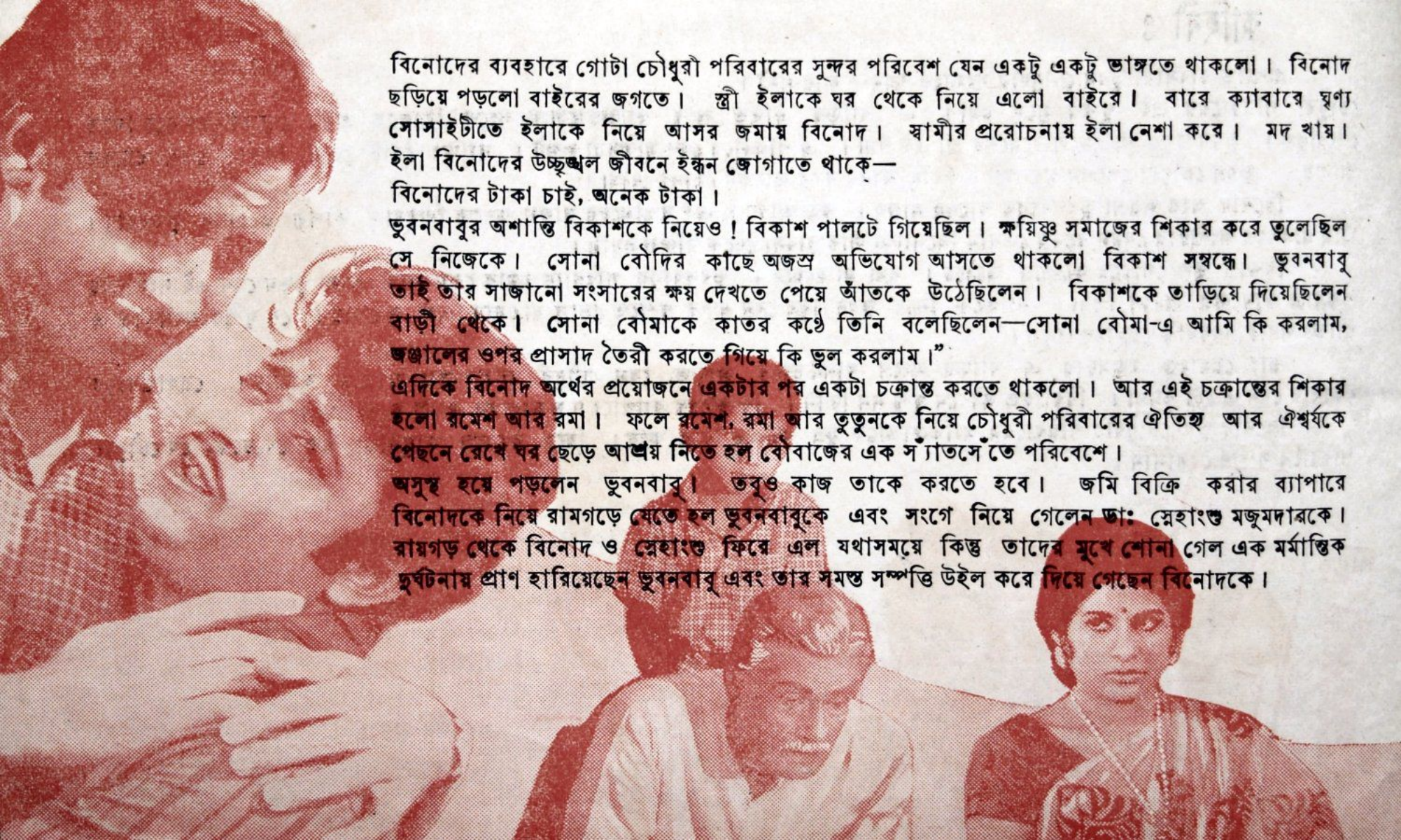

বিনোদের ব্যবহারে গোটা চৌধুরী পরিবারের সুন্দর পরিবেশ যেন একটু একটু ভাঙ্গতে থাকলো। বিনোদ ছড়িয়ে পড়লো বাইরের জগতে। স্ত্রী ইলাকে ঘর থেকে নিয়ে এলো বাইরে। বারে ক্যাবারে ঘৃণ্য সোসাইটীতে ইলাকে নিয়ে আসর জমায় বিনোদ। স্বামীর প্ররোচনায় ইলা নেশা করে। মদ খায়। ইলা বিনোদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ইন্ধন জোগাতে থাকে—
বিনোদের টাকা চাই, অনেক টাকা।
ভুবনবাবুর অশান্তি বিকাশকে নিয়েও! বিকাশ পালটে গিয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের শিকার করে তুলেছিল সে নিজেকে। সোনা বৌদির কাছে অজস্র অভিযোগ আসতে থাকলো বিকাশ সম্বন্ধে। ভুবনবাবু তাই তার সাজানো সংসারের ক্ষয় দেখতে পেয়ে আঁতকে উঠেছিলেন। বিকাশকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ী থেকে। সোনা বৌমাকে কাতর কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন—সোনা বৌমা-এ আমি কি করলাম, জঞ্জালের ওপর প্রাসাদ তৈরী করতে গিয়ে কি ভুল করলাম।"
এদিকে বিনোদ অর্থের প্রয়োজনে একটার পর একটা চক্রান্ত করতে থাকলো। আর এই চক্রান্তের শিকার হলো রমেশ আর রমা। ফলে রমেশ, রমা আর তুতুনকে নিয়ে চৌধুরী পরিবারের ঐতিহ্য আর ঐশ্বর্যকে পেছনে রেখে ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিতে হল বৌবাজের এক স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে।
অসুস্থ হয়ে পড়লেন ভুবনবাবু। তবুও কাজ তাকে করতে হবে। জমি বিক্রি করার ব্যাপারে বিনোদকে নিয়ে রামগড়ে যেতে হল ভুবনবাবুকে এবং সংগে নিয়ে গেলেন ডাঃ স্নেহাংশু মজুমদারকে। রায়গড় থেকে বিনোদ ও স্নেহাংশু ফিরে এল যথাসময়ে কিন্তু তাদের মুখে শোনা গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ভুবনবাবু এবং তার সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেছেন বিনোদকে।

রমেশের মনে ব্যাপারটায় দাগ কাটে। সব ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হয়—মনে হয় কোথায় যেন একটা চক্রান্ত আছে।

বিতাড়িত বিকাশ যখন ছন্নছাড়া জীবনের অন্ধকারাছন্ন পথে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্লান্ত তখন সোনা বৌদির কথাই যেন বারবার মনে পড়ে। মনে পড়ে ছোট্ট তুতুনের কথা। ঘৃণিত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে সোনা বৌদির স্নেহের আশ্রয় পেতে ব্যাকুল হয় সে। বিকাশ হঠাৎ একদিন সোনা বৌদিকে আবিষ্কার করে কোলকাতার তপ্ত ফুটপাতে। বিকাশের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে রমেশ অনেক ক্ষয়ে গেছে। দুর্ঘটনায় একটা পা নষ্ট হওয়া সত্বেও রমেশ কোলকাতার পথের এক নগন্য হকার। রমা স্বামীকে সাহায্য করে। রমেশের কাছে বিকাশ শুনতে পায় বিনোদের ঘৃন্য চক্রান্তের কথা। বিকাশ প্রতিজ্ঞা করে এইসব জঘন্য চক্রান্তের প্রতিশোধ সে নেবেই।

ওদিকে বিনোদ তার ব্যবসার উন্নতির জন্য এক মদ্যপ বন্ধুর সঙ্গে নিজের বোন অরুণার বিয়ের ব্যবস্থা করে। এ বিয়ে মেনে নিতে বাধ্য হয় অসহায় অরুণা। তারও বার বার মনে পড়ে সোনা বৌদির কথা।

অবশেষে বিকাশ গিয়ে দাঁড়ায় বিনোদের মুখোমুখি। বিনোদ বিকাশকে দেখে আঁতকে উঠে। ডা: স্নেহাংশু মজুমদারকে ডেকে পাঠায়। কিন্তু বিকাশ নাছোড়বান্দা—মরীয়া। আজ সে জবাব চায় কেন সোনা বৌদি ও মেজদা এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেল? কিভাবে ভুবন চৌধুরীর মৃত্যু হল? বিনোদের সব চক্রান্তের জাল অবশেষে কি ফাঁস হয়েছিল? সোনাবৌদি, রমেশ আর তুতুনের কি ঠাঁই হয়েছিল চৌধুরী বাড়ীতে?

সোনাবৌদির কল্যানস্পর্শে ভুবন চৌধুরীর নিভে যাওয়া সংসারে কি আবার নতুন করে আলো জ্বলেছিল?

রূপায়ণে:

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়॥ অনিল চট্টোপাধ্যায়॥ দিলীপ রায়॥ নিরঞ্জন রায়॥ কণিকা মজুমদার॥ শিবাণী বসু সমিত ভঞ্জ (অতিথি)। অজিত বন্দোপাধ্যায়॥ বিজন ভট্টাচার্য্য॥ জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়॥ সাধন সেনগুপ্ত॥ পরিতোষ চৌধুরী ভোলা বসু॥ শিল্পী সরকার॥ ননী গঙ্গোপাধ্যায়॥ ঋতু মজুমদার॥ সুরজিৎ॥ শান্তি দাস॥ শঙ্কর গুহ॥ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাদল দাস॥ রবীন॥ হাসি মজুমদার॥ অজন্তা॥ ইরা চক্রবর্তী॥ শান্তি গোপাল॥ করুণ বন্দোপাধ্যায়॥ **মাষ্টার অরিজিৎ ও সুখেন দাস।**

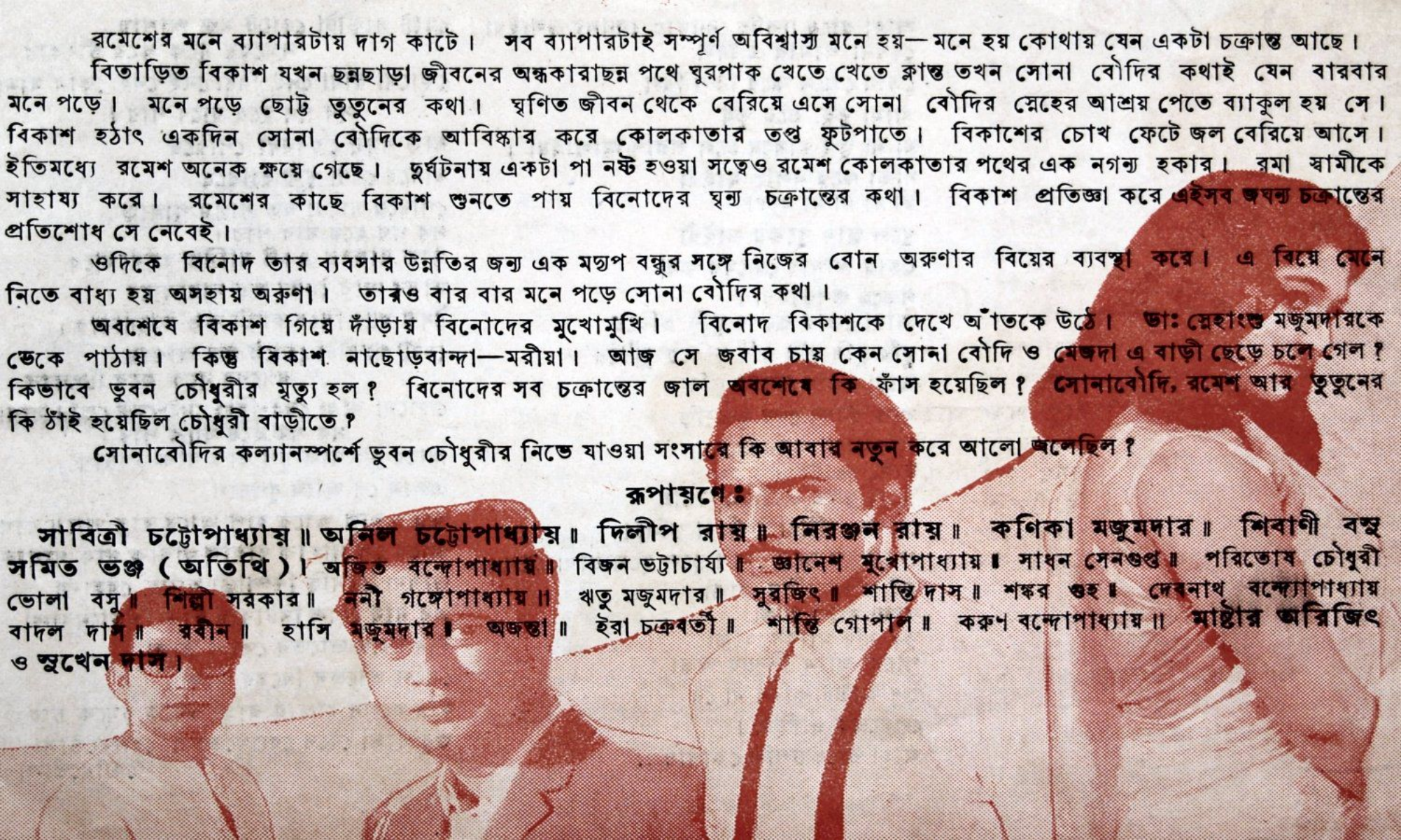

(১)

আহা রাধে চললি কোথায় কোমর দুলাইয়া
দেখনা আমার এ দিল
তোর প্রেমে করে কিল বিল
আহা তুই, ওরে তুই
না না তুই যাসনে চলে পরাণ জ্বালাইয়া ।
সত্যি করে বলছি মাইরী
দা দা দা দা দারী
খুলে দ্যাখ বুকের ডাইরী
তোর আমার প্রেমের কথা
পড়ছে উপছাইয়া ।
আহা তোর রূপের ছুরি ছুরিরে
ছুরি ছুরি ছুরি ছুরি ছুরিরে ছুরিরে ··
আহা তোর রূপের ছুরি
বুকে ভীষণ দেয় সুড়সুড়ি
দিস নারে অমন করে
মাথা ঘুরাইয়া ।
আহা রাধে চললি কোথায়
হেলিয়া দুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া
হেলে দুলে দুলে হেলে দুলে দুলে রাধা চলে ।
তুই যদি মারিস ধাক্কা
ধাক্কা ধাক্কা ধাক্কা
তুই যদি মারিস ধাক্কা
পাবো জানি নিশ্চয় অক্কা
শুধু আউট করিস না রে
লেগব্রেক ছাড়িয়া ।
আহা রাধে চললি কোথায়...

(২)

ছোট্ট গাড়ীটা ছোটে মস্ত আশায়
নগরের বুকে করে চীৎকার
কোনো বাধা নেই-দ্বিধা নেই-নেই কোন মানা
সব পথ হয়ে যাবে পার ।
সাত সমুদ্র তেরনদী পেরিয়ে
যাবরে যেথা খুশী হারিয়ে
পেরিয়ে যাবো যত সাগর পাহাড়
সব পথ হয়ে যাব পার ।
সাত রাজার একটি মানিক আনবোরে
দানব আর দৈত্য যত মারবোরে
সৈন্য হবে সিংহ হাতী কত জানোয়ার ।
ছোট্ট গাড়ীটা ছোটে মস্ত আশায়
নগরের বুকে করে চিৎকার
কোনো বাধা নেই-দ্বিধা নেই-নেই কোন মানা
সব পথ হয়ে যাবে পার ।
আরে চুপ থাক চুপ থাক থাক চুপচাপ
এলাম রে আমি ধুপধাপ
আরে বাপ আরে বাপ আরে বাপ আরে বাপ
আরে চুপ থাহাক থাহাক থাহাক থাক থাহাক
দ্যাখনা এনেছি শিম্পাঞ্জী হাতে বেহালা
এর নাম হোল খিটখিটে দাঁত খিঁচানেবালা
ইনি ঘিয়ে ভাজেন তেলে ভাজা
তেলে ভাজেন ঘিয়ের খাজা
ইনি হলেন রাজার রাজা চম্‌কে চম্‌কে চায়
শুধু গাঁজা টেনে ব্যোমভোলা ব্যোমভোলা
ব্যোমভোলা

২

এনার হাতে হাজা পায়ে হাজা হাজা সর্বগায়
ইনি সবার চোদ্দগুষ্টির পিণ্ডি চট্‌কে খায়
এনার পেটে তবু জ্বালা খান গণ্ডা গণ্ডা কলা
আবার রাতে সাধেন গলা লোকে বলেন
পালা পালা
বাবারে পালারে বাবারে—
তাই ধরেছেন বেহালা
তাই বাজান বেহালা
কি বাজান কি বাজান কি বাজান কি বাজান
কি বাজান কি বাজান কি বাজান কি বাজান
মামা গাধা মামা গাধা মামা গাধা মামা গাধা
গাধা মামা গাধা মামা গাধা মামা গাধা মামা
বাজান বেহালা—আঃ

(৩)

ধি না না.. .....
আয়
না না না
আয়
না না না
আয়
না না
নারেনা নারেনা নারেনা নারে না
আয়
হো হো আয় হো হো আয়
হো হো.....

৩

না না না না না না না না না না
ধিন তাক তাক ধিনাক ধিনাক ধিন
এলোরে আজ মাদল বাজার দিন
হেই
উথালি পাথালি পরাণ তুহারে চায়
না না না না না না না না নারেনা নারেনা
লা লা লা
আয়
না না না না না না না না না না।
তোরা পরান বলিস যারে
আমি আন্ধার বলি তারে
তোদের সেথায় আছে যৌবন-লালসা
ওরে আন্ধার সে নয় আলোর পিয়াসা
পিয়াসা পিয়াসা।
ধিনতা ধিনা ধিন তাক ধিন তাক
তবে আয়রে আলো আন্ধার ডুবে যাক
এবার তবেরে বিবাদ দূরেতে রাখ।
আয়
না না না না না না না না না না।
ওরে তোদের জাতি খল
তোদের পিরীতি যে ছল
ও তোর মিঠে কথায় করিনা ভরসা আনানা।
তবে তোদের নাগাল পাওয়া দূরাশা দূরাশা
দূরাশা
না না না না না না না না।
ধিন তাক তাক ধিনাক ধিনাক ধিন
আসবে জানি আসবেই সে দিন
বলনা কতদূরে সে সুদিন
ধিন তাক তাক ধিনাক ধিনাক ধিন
আসবে জানি আলোরই সে দিন।

(৪)

লা, লা, লা,
আরে বন বন বন বন টাকায় ঘুরছে এ
দুনিয়াটা
আমিও বিকিয়েছি টাকায় টাকায় টাকায়
টাকায়
যেখানে যাও চাই টাকা টাকা টাকাটা যা যা
লালকে নীল করে কালোকে সাদা নয় লাল
টাকা ছুঁড়ে মেরে দেখো লাগবে মিষ্টি
গালাগাল
বোকা কি চালাক বলো সবাই চেনে টাকাটা
বন বন বন বন টাকায় ঘুরছে দুনিয়াটা।
আমিও বিকিয়েছি টাকায় টাকায় টাকায়
যেখানে যাও চাই টাকা টাকা টাকাটা যা যা
দেখো টাকায় ভালবাসা হয় ছিঃ ছিঃ
বলে ষা যা যা যা ওসব মিছি মিছি
গোলামী করছে আজ টাকায় সারাদুনিয়াটা
বন বন বন বন টাকায় ঘুরছে এ দুনিয়াটা।
তবুরে কৈ টাকাতে মেটে সব আশ
কেনরে শুনি তবে চারিদিকে এত হা হুতাশ
বুঝিনা কোনটা ভালো সর্বনাশী কোনটা
বন বন বন বন টাকায় ঘুরছে এ দুনিয়াটা
আমিও বিকিয়েছি টাকায় টাকায় টাকায়।

দীনেশ চিত্রম্-এর তৃতীয় প্রচেষ্টা

বহুরূপী

কাহিনী-চিত্রনাট্য

প্রণব রায়

॥ দ্রুত প্রস্তুতির পথে ॥

দীনেশ চিত্রম্ কর্তৃক প্রকাশিত ও ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ১৪১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।